AME(ICT DTCA)
08/08/2016

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তদন্ত ও শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.rthd.gov.bd

নম্বর ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০৪০.১১-২২৭

তারিখ : ২৪ শ্রাবণ ১৪২৩ / ০৮ আগস্ট ২০১৬

প্রজ্ঞাপন

যেহেতু জনাব মঞ্জুর আহমদ ভূঁইয়া (পরিচিতি নম্বর-০০৫৩৫২), নির্বাহী প্রকৌশলী (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত), সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, ঢাকা তৎকালীন সত্য ও জবাবদিহিতা কমিশনে হাজির হয়ে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে স্বহস্তে লিখিত আবেদনে স্বাক্ষর করে শপথপূর্বক দুর্নীতি করার স্বীকারোক্তি প্রদান করেন;

যেহেতু তৎকালীন সত্য ও জবাবদিহিতা কমিশন এর মামলা নম্বর সজক/আইন/২০০৮/দুদক/১৮৭ ও মামলা নম্বর সজক/আইন/২০০৮/দুদক/১৯০ এর দলিল দস্তাবেজ হতে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, তিনি দেবগ্রাম-প্রগতি সরনী নির্মাণ, ঢাকা বাইপাস সড়ক নির্মাণ ও বিমান বন্দর সড়কের উন্নয়ন ও সৌন্দর্য বর্ধণের কাজে দুর্নীতি করে অবৈধভাবে অর্থ আয় করেন;

যেহেতু তিনি অবৈধভাবে অর্থ উপার্জনের দায় লিখিতভাবে শপথপূর্বক স্বীকার করে গত ২৫.১১.২০০৮ তারিখের T-2 সংখ্যক চালানের মাধ্যমে ৯৫,০০,০০০/-(পঁচানববই লক্ষ) টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদান করেন;

যেহেতু প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ২ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখের ০৩.০৭২.০১৭.০৪.০০.০০১.২০০৯-২৩ সংখ্যক পত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর সত্য ও জবাবদিহিতা কমিশনে গমণকারী কর্মকর্তাদের নথি-পত্র ও দলিলাদি আইন ও বিচার বিভাগ হতে সংগ্রহ করা হয়। তন্মধ্যে জনাব মঞ্জুর আহমদ ভূঁইয়া, নির্বাহী প্রকৌশলী এর নথিও অন্যান্য নথির সহিত গত ০৮.০৫.২০১১ তারিখ পাওয়া যায়। অতঃপর তাঁদের বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে আইন ও বিচার বিভাগের মতামত চাওয়া হয়। তদপ্রেক্ষিতে গত ২১.০৯.২০১১ তারিখ আইন ও বিচার বিভাগ তদীয় মতামতে জানায় যে, স্বপ্রণোদিত হয়ে সত্য ও জবাবদিহিতা কমিশনে যেয়ে যাঁরা দুর্নীতির কথা স্বীকার করে দুর্নীতির মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেছেন ও বর্তমানে কর্মরত আছেন তাঁদের বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ অনুযায়ী বিভাগীয় মামলা রুজু করে তদন্তে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করাই সমীচীন হবে। একইভাবে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় (বর্তমানে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়) গত ১২.০৪.২০০৯ তারিখের সম(বিধি-৪)-শৃং:আ: ৯/২০০৯-১৪১ সংখ্যক স্মারকমূলে জানায় যে সত্য ও জবাবদিহিতা কমিশন কর্তৃক মার্জনা পাওয়া কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা দায়ের করতে বা ইতোপূর্বে দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলা অব্যাহত এবং নিষ্পত্তি করায় বিধিগত কোন বাঁধা নেই;

যেহেতু জনাব মঞ্জুর আহমদ ভূঁইয়া-এর সত্য ও জবাবদিহিতা কমিশনে হাজির হয়ে শপথপূর্বক দুর্নীতি করার স্বীকারোক্তি প্রদান এবং চালানের মাধ্যমে ৯৫,০০,০০০/-(পঁচানববই লক্ষ) টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদানের কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ২(এফ) এর সংজ্ঞা ও বিধি ৩(ডি) অনুযায়ী যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতির পর্যায়ভূক্ত অপরাধ;

যেহেতু উক্তরূপ কার্যকলাপের জন্য তাঁকে একই বিধিমালার ৩(বিধি) ও ৩(ডি) অনুযায়ী যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত করে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নম্বর ০৬/২০১২ রুজু করা হয়;

যেহেতু উক্তরূপ কার্যকলাপের জন্য কেন তাঁকে একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(ডি) অনুযায়ী চাকুরী হতে বরখাস্ত (dismissal from service) করা হবে না বা উপযুক্ত অন্য কোন শাস্তি দেয়া হবে না তা অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্য দিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। তিনি ব্যক্তিগত শুনানীর মাধ্যমে কোন কিছু জ্ঞাত করাতে চান কি-না অথবা বক্তব্যের সমর্থনে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে চান কি-না তাও লিখিত জবাবে উল্লেখ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়;

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

যেহেতু বিভাগীয় মামলা চলমান অবস্থায় তিনি বিভাগীয় মামলার বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন নম্বর ৮১৫/২০১২ দায়ের করেন। মহামান্য হাইকোর্ট তদপ্রেক্ষিতে চলমান বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম প্রথমে ৩(তিন) মাসের জন্য Stay ঘোষণা করেন। এ প্রেক্ষাপটে বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। পরবর্তিতে স্থগিতাদেশের মেয়াদ পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করা হয়। সরকার রিট পিটিশন নম্বর-৮১৫/২০১২ তে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পূর্ণ শুনানীর পর একই বিষয়ে দায়েরী অন্যান্য রিট পিটিশনের সহিত মহামান্য হাইকোর্ট রিট পিটিশন নম্বর ৮১৫/২০১২ তে প্রদত্ত রুল খারিজ করে দেন এবং প্রদত্ত Stay Vacate করে দেন অর্থাৎ সরকার মামলায় জয়ী হয়। এ অবস্থায় তিনি মহামান্য সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগে Civil Miscellaneous Petition নম্বর-৫০/২০১৪ দায়ের করেন। এ প্রেক্ষিতে মহামান্য সুপ্রীমকোর্ট ৮ (আট) সপ্তাহের Stay প্রদান করেন। পরবর্তিতে তাঁর পিটিশন প্রত্যাহারের আবেদনের প্রেক্ষিতে মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট গত ১৭.১১.২০১৪ তারিখ পিটিশন প্রত্যাহারের আবেদন মঞ্জুর করে নিম্নোক্ত আদেশ প্রদান করেন:

> "The Civil Miscellaneous Petition is dismissed as being withdrawn at the risk of the petitioner"

যেহেতু ফলশ্রুতিতে তাঁর বিরুদ্ধে ইতোপূর্বে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা নম্বর-০৬/২০১২ স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হয়। তদপ্রেক্ষিতে তিনি অভিযোগ নামার বিপরীতে গত ২৬.১১.২০১৪ তারিখ লিখিত জবাব দাখিল করেন। তাঁর অভিপ্রায় অনুযায়ী গত ০১.০১.২০১৫ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানীকালে প্রদত্ত জবানবন্দি পর্যালোচনা করে গুরুদন্ড প্রদানের অনুকূলে পর্যাপ্ত ভিত্তি থাকায় গত ১৩.০১.২০১৫ তারিখ তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু তদন্ত কর্মকর্তা গত ১৭.০২.২০১৫ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়;

যেহেতু তদন্তে প্রাপ্ত ফলাফলে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(ডি) মোতাবেক চাকুরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from service) গুরুদন্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে কেন উক্ত দন্ড প্রদান করা হবে না, সে মর্মে তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ৭(৬) মোতাবেক ০৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে জবাব প্রদানের জন্য গত ১৬.০৩.২০১৫ তারিখ দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। তিনি গত ৩০.০৩.২০১৫ তারিখ দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন;

যেহেতু দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় তাঁকে ৩০.১২.২০১৪ তারিখ থেকে বাধ্যতামূলক অবসরদান (compulsory retirement) এর গুরুদন্ডে দন্ডিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তিনি গত ৩০.১২.২০১৪ তারিখ অবসরে যাওয়ায় এ দন্ড প্রতীকী হিসেবে আরোপের সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু The Bangladesh Public Service Commission (Consultation) Regulations, 1979 অনুযায়ী ৬ নম্বর রেগুলেশন এর বিধান মোতাবেক গুরুদন্ড প্রদানের বিষয়ে গত ০৫.০৭.২০১৫ তারিখের ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০৪০.১১-১৯২ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়। বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন কর্তৃক গত ০৩.০৫.২০১৬ তারিখের ৮০.১০১.০৩৪.০০.০০.৭৭.২০১৫-১৫০ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত অবহিত করা হয়:

> "সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী (অবসরপ্রাপ্ত) জনাব মঞ্জুর আহমদ ভূঁইয়া যেহেতু চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন, সেহেতু সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা-১৯৮৫ এর বিধি এবং ৩১ ডি.এল.আর (এডি) মামলার সিদ্ধান্ত মোতাবেক অবসরপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা চলমান থাকতে পারে না";

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

যেহেতু বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে তাঁকে ৩০.১২.২০১৪ তারিখ থেকে বাধ্যতামূলক অবসরদান (Compulsory Retirement) গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে আইনগত মতামত প্রদানের জন্য আইন ও বিচার বিভাগ-কে অনুরোধ করা হলে আইন ও বিচার বিভাগ নিম্নোক্ত মতামত প্রদান করে:

"কর্ম কমিশনের প্রদত্ত মতামতের নিরিখে এবং আইনগত মতামতের প্রেক্ষিতে জনাব মঞ্জুর আহমদ ভূঁইয়া (পরিচিতি নম্বর-০০৫৩৫২), নির্বাহী প্রকৌশলী (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত), সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর-এর বিরুদ্ধে বিগত ৩০.১২.২০১৪ তারিখ থেকে 'বাধ্যতামূলক অবসরদানের' ভূতাপেক্ষ আদেশ বর্তমানে আরোপ করার বিধিগত সুযোগ নেই";

সেহেতু এক্ষণে, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন এবং আইন ও বিচার বিভাগ প্রদত্ত মতামত অনুসরণে জনাব মঞ্জুর আহমদ ভূঁইয়া (পরিচিতি নম্বর-০০৫৩৫২), প্রাক্তন নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, ঢাকা সরকারি চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করায় বিভাগীয় মামলা নম্বর ০৬/২০১২ নথিভুক্তির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হল।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

০৪.০৮.২০১৬

(এম, এ, এস, ছিদ্দিক)
সচিব

নম্বর ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০৪০.১১-২২৭/১/(১৪)

তারিখ : ২৪ শ্রাবণ ১৪২৩ / ০৮ আগস্ট ২০১৬

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) :

০১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০২. মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
০৩. সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৪. সচিব, জন বিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা
০৫. সচিব, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়, শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা
০৬. অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, ঢাকা
০৭. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা **(প্রজ্ঞাপনটির সংক্ষিপ্ত সার উক্ত কর্মকর্তার PDS-এ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অনুরোধ করা হল)**
০৮. যুগ্মসচিব (সওজ গেজেটেড ও ঢাকা বিআরটি), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, ঢাকা **(প্রজ্ঞাপনটি উক্ত কর্মকর্তার ব্যক্তিগত নথিতে সংরক্ষণের জন্য অনুরোধ করা হল)**
০৯. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১০. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, ঢাকা
১১. উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা **(প্রজ্ঞাপনটি পরবর্তী গেজেটে প্রকাশ এবং প্রকাশিত গেজেটের ৫ (পাঁচ) কপি নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবর প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হল)**
১২. জনাব মঞ্জুর আহমদ ভূঁইয়া, নির্বাহী প্রকৌশলী (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত), সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, ঢাকা
১৩. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা **(প্রজ্ঞাপনটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল)**
১৪. প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা

(যাহিদা খানম)
যুগ্মসচিব
ফোনঃ ৯৫১৩৬৮৮